"এসএমই ফাউন্ডেশনের ৩০০ কোটি টাকার রিভলভিং পুনঃঅর্থায়ন স্কিম"

করোনা ভাইরাস প্রভাব পরবর্তী পরিস্থিতিতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনুকূলে (নারী উদ্যোক্তাসহ) সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের রিভলভিং ফান্ড হতে পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ করোনা মহামারির কারণে গ্রামীণ এবং প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্থ অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো) ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বিশেষ করে যারা-

- অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা;
- দেশে উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু চেইনের আওতাভুক্ত উদ্যোক্তা ;
- নারী উদ্যোক্তা ;
- নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা এখনো ব্যাংক হতে ঋণ পাননি ;
- পশ্চাদপদ অঞ্চল, উপজাতীয় অঞ্চল, শারিরীকভাবে অক্ষম এবং তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা ;
- সারাদেশের ট্রেডবডি, এমএসএমই সংগঠন, নারী উদ্যোক্তা সংগঠন, নাসিব ও ক্লাস্টার ইত্যাদি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য উদ্যোক্তা।

অনুমোদিত খাতসমূহের নাম ঃ

১. কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষিপন্য প্রক্রিয়াজাতকারণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প
২. কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ড
৩. মৎস্য চাষ ও রেনু পোনা উৎপাদন এবং প্রাণীসম্পদ
৪. তাঁত, হস্ত ও কারুশিল্প (নকশী কাঁথা)
৫. নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন- সোলার পাওয়ার, উইন্ডমিল
৬. চাতাল ব্যবসা
৭. পাট ও পাটজাতপন্য
৮. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প
৯. অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প
১০. জুয়েলারী শিল্প
১১. আগর ও মোমবাতি শিল্প
১২. টেইলারিং
১৩. সেলুন ও বিউটি পার্লার, জিম
১৪. বুটিকস/বাটিকস
১৫. বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা

এছাড়াও সিএমএসএমই ঋণের জন্য অনুমোদিত সকল খাতেই অর্থায়ন করা যাবে।

ঋণের পরিমান ঃ

উদ্যোক্তা পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ হবে ন্যূনতম ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

ঋণের সুদের হার ঃ

উদ্যোক্তা পর্যায়ে ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪ (চার) শতাংশ, যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি (রিডিউসিং ব্যালেন্স) পদ্ধতিতে হিসাবায়ন করা হবে।

জামানত ঃ

নারী উদ্যোক্তাদের ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং পুরুষ উদ্যোক্তাদের ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হবে। এর অতিরিক্ত পরিমান ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণাংক জামানত দ্বারা আবৃত হতে হবে।

ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণঃ

ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের একটি চেকলিস্ট ঋণ গ্রহনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সরবরাহ করবে। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ 'পূর্নাঙ্গ ঋণ আবেদনপত্র' ব্যাংকের নিকট দাখিলের সর্বোচ্চ ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণের করা হবে।

ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ঃ

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর, যা ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। তবে ঋণ গ্রহিতার সুবিধার্থে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রেস পিরিয়ড হ্রাস এবং কিস্তির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩৬ (ছত্রিশ) টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। এছাড়া পণ্য উৎপাদনকালীন সময়ে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য সিজনাল ঋণ বা স্বল্প মেয়াদী (সর্বোচ্চ ১ বছর) ঋণ প্রদান করা যাবে।

গ্রুপভিত্তিক ঋণ ঃ

সাধারণভাবে একক (প্রোপাইটরশিপ), যৌথ মালিকানাধীন (পার্টনারশিপ) ও প্রাইভেট লিমিটেড উদ্যোগের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা যাবে। তবে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ক ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন উদ্যোক্তার অনুকূলে গ্রুপভিত্তিক ঋণ বিতরণ করা যাবে।

বিশেষ অগ্রাধিকার:

- ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে ;
- কেবলমাত্র নারী উদ্যোক্তাগণকে ব্যবসা (ট্রেডিং) খাতে ঋণ বিতরণ করা যাবে ;
- ক্লাস্টার ও ভ্যালু চেইনের উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে ।

আলোচ্য ঋণ কর্মসূচির আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা বিশেষ করে যারা এখন পর্যন্ত ঋণপ্রাপ্ত হননি, তাদেরকে ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য এখানে ক্লিক করুন।